বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত উত্তপ্ত হওয়ার শানেনযুল।

পানির ধর্ম উচু থেকে নীচে গড়ানো। টাকার ধর্ম গরীবের থেকে ধনীর পকেটে ধাবিত হওয়া। বেকারের ধর্ম কাজের সন্ধানে ঘর ত্যাগ করে কোন কিছু করা। পন্যের ধর্ম অধিক চাহিদার দিকে ধাবিত হওয়া। বাংলাদেশে উন্নয়নের অভাবে পণ্যের ঘাটতি অধিক। ভারত অনেক উন্নত বিধায় পণ্যেও উৎপাদন অধিক, তাছাড়া ভারতে কাজের যথেষ্ট সুযোগও বিদ্যমান। সীমান্তের দুপাশের মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি এবং একই মানব গোষ্ঠির বংশুদ্ভুত হওয়ার কারনে মানুষের চলাচল, কাজের সন্ধানে ভারতে গমন এবং ভারত থেকে পণ্য চোরাচালান অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। কোরবানীর সময় চোরাচালান অলিখিত ভাবে সরকারের মৌন সম্মতি ও সমর্থন পেয়ে থাকে, ফলে সরকারি প্রশাসন গরু চোরাচালানকে বৈধতা দেয়। গরুর উপর ট্যাক্স বসায়। অর্থ্যাৎ বছরের একটি বিশেষ সময় চোরাচালান বৈধ, অন্য সময় অবৈধ এই দ্বৈতনীতি প্রকৃত চোরাচালানিদের প্রতিরোদ ক্ষমতা হারায়। সুতরাং নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যের চোরাচালান চলে অবাধে এবং সেই সূত্রে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। কিন্তু আখাউড়ার বর্তমান সীমান্ত সংঘর্ষ অন্য কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে।

ভারত একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা। কয়েক হাজার ভারতীয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছে এবং নয় মাস ধরে এক কোটি বাঙ্গালীকে আশ্রয় ও অন্নের যোগান দিয়েছে। তাই ভারত হওয়া উচিত ছিল আমাদের বন্ধু, কিন্তু কাদের স্বার্থে আমরা তাকে শত্রুতে পরিণত করলাম?

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু এবং ৮০% অশিক্ষিত। এই মানুষগুলির রক্তের বিনিময় বাংলাদেশ সৃষ্টি। দেশটাকে তারা প্রানের চেয়ে বেশী ভালবাসে। কায়েমী স্বার্থান্বেষী, ধর্মীয় উগ্রবাদী, লুটেরা শ্রেনী, সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত ও মধ্যস্বত্বভোগী নব্যধনিক শ্রেনীর প্রতিনিধিত্বকারী বিএনপি-জামাত জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণ মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহন করে । এই দলগুলি তাদের নিজ স্বার্থে ভোটের রাজনীতিতে ইসলাম ও ভারতকে ব্যবহার করে। তাই নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং পারদর্শী খালেদা জিয়াকে নির্বাচনের সময় বলতে শোনা যায় আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলু ধ্বনি শোনা যাবে এবং ফেনি পর্যন্ত ভারতের দখলে চলে যাবে।

সীমান্ত সংঘর্ষ থেকে ভোটের রাজনীতিতে ফায়দা লুটার জন্য কারা উৎসাহী তা বুঝার জন্য হাসিনা সরকারের শেষ দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন ছাড়া বিডিআর মহাপরিচালকের স্ব উদ্যোগে পাদুয়া সীমান্তে পূর্ণ যুদ্ধ আরম্ভের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। উক্ত সংঘর্ষে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের হতাহতের সংখ্যা ছিল অধিক। পত্রিকার খবর অনুযায়ী **তৌহিদি জনতা** জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম নীতি লংঘন করে মৃত ভারতীয় সৈনিকদের পায় দড়ি বেঁধে জিপের পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছিল। সীমান্তের অবনতিশীল অবস্থা রোধ কল্পে খুব দ্রুত দিল্লির সাথে আলাপ আলোচনা করে হাসিনা সরকার পাদুয়া সীমান্ত পরিস্থিতি সামাল দেয়।

তৌহিদি জনতার খুবই সাধারণ সমীকরণ, যে ভারত আমাদের জওয়ান ও জনগণকে মেরেছে, সেই ভারত আমাদের দুশমন। আর আওয়ামী লীগ সেই বিধর্মী দুশমনের পেয়ারের দল বিধায় আগ বাড়িয়ে পাদুয়া সীমান্ত পরিস্থিতির ব্যাপারে ভারতের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। সুতরাং ভারতের দালালকে নির্বাচনে পরাজিত করা তৌহিদি মুসলমানদের নেক কর্ম, যার বহির্প্রকাশ ২০০১ সালের নির্বাচন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে

বিএনপি-জামাত সরকারের নীতি নির্ধারকেরা বুঝতে পেরেছে ডাইরেক্ট ভোট রিগিং ছাড়া আগামী নির্বাচনে জেতা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নির্বাচন জেতার সকল অপশন বা কৌশল তারা ঝালিয়ে দেখছে। ভারত কর্তৃক সার্ক সম্মেলন ভন্ডুল পরিস্থিতি বিএনপি-জামাত লুফে নেয় এবং ভারত বিরোধী সাধারন সেন্টিমেন্ট খুব দ্রুত উস্কে দেয়। প্রায় ৪ বছর পর আজ এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভারতের বিএসএফ এর এক সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে আখাউড়ার সীমান্ত সংঘর্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। সেনা কর্মকর্তা হত্যার জন্য কুটনৈতিক পর্যায় ভারতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করার পরও আত্মবিক্রয়কারী বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে বিটিভিসহ বিএনপি-জামাত সমর্থক বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ভারত বিরোধী আলোচনা চালিয়ে পাবলিক সেন্টিমেন্ট উস্কিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। এদিকে খোদ প্রধানমন্ত্রী বলছেন, একটি বিদেশী রাষ্ট্র কোন একটি দলকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে চায়। দেশ ও দলের নাম উল্লেখ না করলেও অশিক্ষিত মানুষেরও বুঝতে বাকি নাই কোন সেই দেশটি আর কোন সেই দলটি।

চির শত্রু ভারতের সাথে বিগত ৫৬ বছরে পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে তিনটি যুদ্ধ করেছে। কাশ্মীরের ভারতীয় অংশের বিচ্ছিন্নবাদীদেরকে পাকিস্তান সহযোগীতা করেছে। ভারতের সাথে পাল্লা দিয়ে পাকিস্তান আনবিক বোমার অধিকারী হয়েছে। এরকম শত্রু ভাবাপন্ন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আজ বন্ধুত্বের সুবাতাস বইছে। ভারতের সাথে চীন প্রায় ৪০ বছর পূর্বে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। সেই চীন-ভারত আজ পরস্পর বন্ধু। কিন্তু বাঙ্গালীর বিপদ সময়কার পরীক্ষিত বন্ধু ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আজ সবচেয়ে খারাপ। হঠাৎ করে কেন বাংলাদেশের মত একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র দেশকে বিশাল শক্তিধর ভারত নিরাপত্তার হুমকি ভাবছে, তা বিবেচনার বিষয়। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় অভিযোগগুলি সুরাহা হওয়া প্রয়োজন ছিল। ভারতের অভিযোগগুলির সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কাজটা সরকারের। কিন্তু বিএনপি-জামাত সরকার অভিযোগগুলি সমাধানের পরিবর্তে পাকিস্তানের পূর্ববর্তী সরকারগুলির মত জিইয়ে রাখতে উৎসাহী।

বিএনপি-জামাত সরকারের সবচেয়ে বড় হিপোক্র্যাসি হলো বাংলাদেশকে স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে কমিশন ও বাণিজ্য লোভে দেশকে ভারতীয় পণ্য দ্বারা সয়লাব করবে, তারা চুটিয়ে টাটার সঙ্গে ১৫ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য করবে, টাটার গাড়ী দিয়ে বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলবে আবার ভোট বাণিজ্যের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের ধর্মান্ধতা উস্কে দিয়ে ভারতবিরোধী প্রচরণা করে ভোটে জিতবে এবং আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল হিসাবে ভিকটিম বানাবে। কিন্তু বাংলাদেশের ৩৩ বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভারতকে সবচেয়ে বেশী তোষণ করে বিএনপি। একাত্তরের বাস্তবতা যেহেতু মুছে ফেলা যাবে না, সেহেতু আওয়ামী লীগের দালালির অপবাদ সহজে ঘুচবে না। আর সেটাই বিএনপি-জামাতের তুরুপের তাস।

সেতারা হাশেম ০৫/০৮/০৫